অষ্টাদশ অধ্যায়

অজ্ঞান ও ক্ষণিকের বিষয়

তার পর আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, ***আশাবান*** পিছন ফিরে তাকিয়ে ***অজ্ঞানকে*** আসতে দেখল, — একেই তারা পেছনে ফেলে এসেছিল। ***আশাবান, খ্রীষ্টিয়ানকে*** বলল, "ঐ দেখ, সেই যুবক কত দূরে পড়ে আছে।"

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি; ও আমাদের সঙ্গ পছন্দ করে না; তাই অত দূরে পড়ে আছে।

আশাবান— কিন্তু ও যদি এতটা পথ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসত, তাতে ওর কোন অমঙ্গল হত না।

খ্রীষ্টিয়ান— তা ঠিক, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো, ওর চিন্তাধারা অন্য রকম।

আশাবান— তা হোক, তবু ওর জন্য অপেক্ষা করা যাক।

দু-এক মিনিট অপেক্ষা করে ***খ্রীষ্টিয়ান, অজ্ঞানকে*** ডেকে বলল, "ওহে, এত পিছিয়ে পড়েছ কেন, পা চালিয়ে এসো না?"

অজ্ঞান— একা চলতে আমার ভাল লাগে; তবে যদি মনের মত সঙ্গী পাওয়া যায়, সেকথা আলাদা।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান, আশাবানের*** কানে কানে বলল, "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, ও আমাদের সঙ্গ পছন্দ করে না। যা হোক, এস, কিছুটা আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটানো যাক।"

পরে সে ***অজ্ঞানকে*** ডেকে বলল, "ওহে, একটু তাড়াতাড়ি এস। এখন আছ কেমন? ***ঈশ্বরের*** বিষয়ে তোমার চিন্তাধারা এখন কেমন?"

অজ্ঞান— মনে হয় ভাল। কারণ পথ চলতে চলতে নানা সুচিন্তা মনে উদয় হচ্ছে, আর তাতে বেশ সান্ত্বনা পাচ্ছি।

খ্রীষ্টিয়ান— কি সুচিন্তা, বল না, শুনি।

অজ্ঞান— কেন, ***ঈশ্বর*** ও ***স্বর্গের*** বিষয়ে চিন্তা?

খ্রীষ্টিয়ান— তা তো ***শয়তান*** ও নরকের সবাই করে থাকে।

অজ্ঞান— আমি ওসবের চিন্তা করি এবং আকাঙ্ক্ষাও করে থাকি।

খ্রীষ্টিয়ান— শোন, যাদের সেখানে যাবার কোন আশা-ভরসা নেই, তারাও তা-ই করে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শলোমন বলেছেন, "অলসের প্রাণে অনেক বাসনা, কিন্তু সে কিছু পায় না,

কিন্তু পরিশ্রমীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়” (হিতো. ১৩:৪)।

অজ্ঞান— কিন্তু আমি যেমন ঐ সব বিষয় চিন্তা করি, তেমনই তা পাবার জন্য অন্য সব ত্যাগ করেছি।

খ্রীষ্টিয়ান— এতেই তো আমার সন্দেহ হচ্ছে, কারণ সব কিছু ত্যাগ করা বড় কঠিন কথা, খুব কম লোকে এর প্রকৃত অর্থ বোঝে। কিন্তু তুমি কীভাবে ও কেন মনে করছ, ***ঈশ্বর*** ও ***স্বর্গের*** জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছ?

অজ্ঞান— কারণ আমার মন তা বলছে।

খ্রীষ্টিয়ান— শোন, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শলোমন আরও বলেছেন, “নিজের বুদ্ধি তে যে নির্ভর করে, সে নির্বোধ” (হিতো. ২৮:২৬)।

অজ্ঞান— এ কথা, যার মন মন্দ, তার বিষয়ে বলা হয়েছে। আমার মন তো ভাল!

খ্রীষ্টিয়ান— তার প্রমাণ কি আছে?

অজ্ঞান— তার প্রমাণ, আমার মন ***স্বর্গের*** আশায় আমাকে সান্ত্বনা করে।

খ্রীষ্টিয়ান— সে হয়তো তোমার মনের কপটতার জন্য হয়। কারণ যা পাবার কোন আশা নেই, মন তার আশা করেও মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

অজ্ঞান— কিন্তু আমার মনের আশা ও আচরণে মিল আছে;সুতরাং আমার আকাঙ্ক্ষা করবার অধিকার আছে।

খ্রীষ্টিয়ান— কে বলল, তোমার আশা ও আচরণে মিল আছে?

অজ্ঞান— আমার মন বলছে।

খ্রীষ্টিয়ান— শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। তোমার মন তোমাকে বলছে। এ বিষয়ে ***ঈশ্বরের বাক্যের*** সাক্ষ্য চাই — অন্য যুক্তি চলবে না।

অজ্ঞান— যে মনে ভাল চিন্তার উদয় হয়, তা কি ভাল মন নয়, এবং ***ঈশ্বরের*** আজ্ঞা অনুযায়ী যে আচরণ, তা কি সৎ আচরণ নয়?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, ভাল চিন্তা যে মনে থাকে, তা ভাল মন, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী যে আচরণ, তা সৎ আচরণ, এ কথা ঠিক;কিন্তু এ সব থাকা আর এ সব আছে বলে মনে করা, এক কথা নয়।

অজ্ঞান— তা হলে, সুচিন্তা কী, এবং ***ঈশ্বরের*** আজ্ঞা অনুযায়ী আচরণই বা কী?

খ্রীষ্টিয়ান— সুচিন্তা নানা রকমের — কিছু আমাদের নিজেদের বিষয়ে, কিছু ***ঈশ্বরের***, কিছু ***খ্রীষ্ট যীশুর*** বিষয়ে, আর কিছু অন্যান্য বিষয়ে।

অজ্ঞান— আমাদের নিজেদের বিষয়ে ভাল চিন্তা কী?

খ্রীষ্টিয়ান— ***ঈশ্বরের*** বাক্যের সঙ্গে যে চিন্তার ঐক্য আছে।

অজ্ঞান— আমাদের নিজেদের বিষয়ে যে চিন্তা, তার সাথে ***ঈশ্বরের*** বাক্যের মিল বা ঐক্য হয় কখন?

খ্রীষ্টিয়ান— ***ঈশ্বরের*** বাক্য মারফত নিজেদের বিষয়ে বিচার করলে, যা ফল হয়, যখন নিজেরা নিজেদের বিষয়ে তেমনই বিচার করি, তখনই মিল হয়। আচ্ছা, আর একটু খোলসা করে বলি, শোন — স্বাভাবিক মানুষের বিষয়ে ***ঈশ্বর*** বলেন, "ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই" (রোমীয় ৩:১০)। শাস্ত্র আরও বলে, মানুষের "অন্তর সারাক্ষণ কেবল মন্দ চিন্তা ও কল্পনায় ব্যাপৃত" (আদি. ৬:৫)। "শৈশব থেকে তো মানুষের ভাবনা-কল্পনা মন্দ" (আদি. ৮:২১)।

অজ্ঞান— আমার মন যে, এই রকম মন্দ, তা কখনই বিশ্বাস করতে পারি না।

খ্রীষ্টিয়ান— সেই জন্যই তো বলছি, শৈশব থেকে নিজের বিষয়ে ভাল চিন্তা তোমার মনে কখনো উদয় হয়নি। ওকথা থাক, যা বলছিলাম, শোন — ***ঈশ্বরের বাক্য*** আমাদের মনের বিষয়ে যেমন, আমাদের আচরণের বিষয়েও তেমনই বিচার করে;সুতরাং আমাদের মন ও আচরণ-বিষয়ক চিন্তা যখন সেই বিচারসঙ্গত হয়, তখন বুঝবে, আমাদের মন ও আচরণ ভাল।

অজ্ঞান— আর একটু খুলে বল।

খ্রীষ্টিয়ান— তা হলে, শোন — ***ঈশ্বরের বাক্য*** বলে, মানুষের পথ বাঁকা, মোটেই ভাল না, সে কুটিল; সে সুপথ থেকে সরে পড়েছে, পথ চেনে না (হিতো. ২:১৫)। অতএব কোন মানুষ যখন নিজের আচরণ বিষয়ে এই রকম বিবেচনা করে, তখন নিজের আচরণ বিষয়ে ভাল বিবেচনা হয়ে থাকে, কারণ তখনই ***ঈশ্বরের বাক্যের বিচারে*** তার চিন্তার ঐক্য হয়।

অজ্ঞান— আচ্ছা, ***ঈশ্বর*** বিষয়ে ভাল চিন্তা কি?

খ্রীষ্টিয়ান— বেশ, নিজেদের চিন্তার বিষয়ে যেমন বলেছি, তেমনই শাস্ত্রে ***ঈশ্বরের*** বিষয়ে যা যা লেখা আছে, তার সঙ্গে ***ঈশ্বরের*** বিষয়ে আমাদের চিন্তা যখন মিলে যায়, তখনই তা ভাল;অন্যভাবে বলা যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা অনুযায়ী যদি ***ঈশ্বরের*** অস্তিত্ব ও গুণ চিন্তা করি, তবে সেই চিন্তাকেই ***ঈশ্বর*** বিষয়ে ভাল চিন্তা বলি। এখন এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলব না, শুধু ***তাঁর*** সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বলব। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা তখনই ভাল হয়, যখন ভাবি, আমাদের নিজেদের বিষয়েও ***তিনি*** আমাদের চেয়ে ভাল জানেন;যখন আমরা নিজেদের কোন কাজে পাপ দেখতে পাই না, তখনও ***তিনি*** তাতে পাপ দেখতে পান। কারণ আমাদের অন্তরের গভীরতম স্থানও ***তাঁর*** সাক্ষাতে খোলা রয়েছে, কাজেই অন্তরস্থ গুপ্ত চিন্তাতেও যে দুষ্টতা বা পাপ লুকিয়ে আছে, তাও ***তিনি*** জানেন। আমাদের সমস্ত রকমের ধার্মিকতা তাঁর কাছে দুর্গন্ধ ময়। সুতরাং যতক্ষণ আমরা নিজেদের সৎ বা পুণ্য কর্মের উপর নির্ভর করি, ততক্ষণ ***তিনি*** আমাদের ***তাঁর*** সামনে উপস্থিত হতে দিতে পারেন না।

অজ্ঞান— তুমি কি আমাকে পাগল মনে করছ যে, আমি ভাবছি, ঈশ্বর আমার চেয়ে দূরদর্শী

নন, বা আমি নিজের পুণ্যকর্ম গুণে *তাঁর* কাছে যেতে পারব?

খ্রীষ্টিয়ান— তবে এ বিষয়ে তোমার মত কি?

অজ্ঞান— সংক্ষেপে বলছি, আমার মতে ধার্মিক বলে গ্রাহ্য হতে হলে ***খ্রীষ্ট যীশুতে*** বিশ্বাস করতে হবে।

খ্রীষ্টিয়ান— সে কি? ***খ্রীষ্ট যীশুকে*** যে তোমার প্রয়োজন আছে, তা না বুঝে কীভাবে ***তাঁতে*** বিশ্বাস করতে পার? তুমি জন্মগত বা স্বকৃত পাপ দেখতে পাচ্ছ না;আবার নিজের বিষয়ে ও নিজের কাজের বিষয়ে যে গর্ব করে থাক, তাতেই বোঝা যায়, ***ঈশ্বরের*** দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে গ্রাহ্য হবার জন্য যে ***খ্রীষ্টের*** ধার্মিকতা প্রয়োজন, তা তুমি জান না, তা হলে কেমন করে, বলতে পার যে, তুমি ***খ্রীষ্ট যীশুতে*** বিশ্বাস কর?

অজ্ঞান— তা হলই বা, তবু আমি বিশ্বাস করি।

খ্রীষ্টিয়ান— কী বিশ্বাস কর?

অজ্ঞান— আমি বিশ্বাস করি, ***খ্রীষ্ট যীশু*** পাপীদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন; ***তাঁর*** আজ্ঞা পালন করলে ***তিনি*** আমার সেই আজ্ঞাপালন অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহ্য করে আমাকে শাপমুক্ত করবেন এবং আমাকে ***ঈশ্বরের*** দৃষ্টিতে ধার্মিক গণ্য করবেন; অর্থাৎ ***খ্রীষ্ট যীশু*** নিজ পুণ্যগুণে আমার ধর্মকর্ম ***ঈশ্বরের*** দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন, তাই আমি ধার্মিক বলে গণ্য হব।

খ্রীষ্টিয়ান— তোমার এ বিশ্বাসের ভুল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন — প্রথমত, এ তোমার মনগড়া বিশ্বাস;কারণ ***ঈশ্বরের*** বাক্যে এ রকম বিশ্বাসের কোন উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত, এ তোমার কাল্পনিক বিশ্বাস, কারণ এর দ্বারা তুমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার শক্তি ***খ্রীষ্ট যীশুর*** পুণ্যের উপর আরোপ না-করে নিজের পুণ্যের উপর আরোপ করছ।

তৃতীয়ত, এ বিশ্বাসের ফলে তুমি ধার্মিক বলে গণ্য হচ্ছ না, কিন্তু তোমার কাজকে ধর্ম অনুযায়ী প্রতিপন্ন করছ এবং সেই কর্মগুণে তুমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চাইছ, এ তোমার ভুল ধারণা।

চতুর্থত, এ তোমার ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস, সুতরাং বিচার দিনে তোমাকে ***ঈশ্বরের*** ক্রোধের পাত্র থাকতেই হবে। কারণ মানুষ যখন বুঝতে পারে, কেবল ব্যবস্থা পালনের ওপর নির্ভর করলে বিনষ্ট হতে হয়, তখন প্রকৃত বিশ্বাস থাকলে সে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার জন্য ***খ্রীষ্টের*** ধার্মিকতার শরণাপন্ন হয়;আবার ***খ্রীষ্টের*** ধার্মিকতা এমন দয়ার কাজ নয় যে, তার দ্বারা ***তিনি*** তোমার ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজকে ***ঈশ্বরের*** গ্রাহ্য করিয়ে দেবেন; কিন্তু ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের যা করণীয় ছিল, এবং যে শাস্তিভোগ করতে হত, তা ***খ্রীষ্ট যীশু*** করেছেন ও সে শাস্তিও ***তিনি*** নিজে ভোগ করেছেন; সেই জন্যই বলছি, প্রকৃত বিশ্বাসের নির্ভর **খ্রীষ্টের *অর্জিত*** সেই ধার্মিকতার উপর; প্রকৃত বিশ্বাসী সেই ধার্মিকতা বস্ত্র পরিহিত হয়ে ***ঈশ্বরের*** সাক্ষাতে নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রদর্শিত হওয়াতে ***তাঁর***

দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় ও শাস্তিমুক্ত হয়।

অজ্ঞান— আচ্ছা, ***খ্রীষ্ট*** নিরপেক্ষভাবে আমাদের সাহায্য করার জন্য যা করেছেন, তুমি কি তা-ই বিশ্বাস করতে বলছ? এ ধরনের কল্পনা তো আমাদের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে আরও বাড়িয়ে দেবে। কারণ বিশ্বাস করলেই যখন ***খ্রীষ্টের*** ধার্মিকতা দ্বারা পুণ্যবান হওয়া যায়, তখন আচরণ ভাল হোক বা মন্দ হোক, তাতে তো কিছু এসে-যায় না।

খ্রীষ্টিয়ান— দেখ, তোমার নাম ***অজ্ঞান***; আর বাস্তবিকই তুমি অজ্ঞান, জ্ঞান-গম্য তোমার কিচ্ছু নেই; তোমার মুখের কথাই তার প্রমাণ। যে ধার্মিকতার গুণে মানুষ ধার্মিক গণিত হয়, সে বিষয়ে তুমি অজ্ঞান। কীভাবে সেই বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করে ***ঈশ্বরের*** ক্রোধ থেকে আত্মাকে রক্ষা করতে হয়, সে বিষয়েও তুমি অজ্ঞান। ***খ্রীষ্টের*** এই ধার্মিকতার মাধ্যমে মুক্তি নিয়ে আসে যে বিশ্বাস, তার ফলের বিষয়েও তুমি অজ্ঞান। সেই ফল এই — তা ***খ্রীষ্টে*** মূর্তিমান ***ঈশ্বরের*** দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে *তাঁর* অনুগত ও আসক্ত করে তোলে, তাই আমরা ***ঈশ্বরের*** নাম, ***তাঁর বাক্য***, পথ, ও ভক্ত সেবক-সেবিকাদের ভালবেসে থাকি। এ বিষয়ে তুমি অজ্ঞান। অজ্ঞান না হলে এমন কথা তুমি বলতে না।

আশাবান খ্রীষ্টিয়ানকে বলল, জিজ্ঞেস কর তো, ***খ্রীষ্ট যীশু*** কখনও স্বর্গ থেকে ওর কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন কি না?

অজ্ঞান— ও, তুমি স্বপ্ন দেখতে চাও! আমার যা বিশ্বাস, তা-ই বলেছি, এ বিষয়ে তুমি এবং তোমার মত লোকেরা যা বলে, তা কেবল বিকৃত মস্তিষ্কের ফল।

আশাবান— কি বললে, স্বপ্ন, বিকৃত মস্তিষ্কের ফল? ভাল করে শোন, — মানুষের স্বাভাবিক ধারণা থেকে ***খ্রীষ্ট যীশু ঈশ্বরেতে*** এমনভাবে গুপ্ত আছেন যে, পিতা ***ঈশ্বর*** নিজে প্রকাশ না করলে কেউ ***তাঁকে*** নিজের ***ত্রাণকর্তা*** বলে জানতে পারে না।

অজ্ঞান— এ হল তোমার বিশ্বাস, আমার নয়; তবুও যেমন তোমার মাথায় আছে, তেমনই আকাশ-কুসুমের ডালা আমার মাথায় না থাকলেও, আমার বিশ্বাস, তোমার বিশ্বাসের চেয়ে খারাপ নয়।

খ্রীষ্টিয়ান— শোন ভাই ***অজ্ঞান***, এ বিষয়ে এত হালকা ভাবে তোমার কথা বলা উচিত নয়। আমার সঙ্গী ***আশাবানের*** মত আমিও বলছি, পিতা ***ঈশ্বর*** প্রকাশ না-করলে কেউ নিজে নিজে ***খ্রীষ্ট যীশুকে*** জানতে পারে না (মথি ১১:২৭)। আরও বলি, যে যথার্থ বিশ্বাস দ্বারা মানুষের আত্মা ***খ্রীষ্ট যীশুর*** শরণাগত হয়ে থাকে, তাও ***তাঁরই*** মহাপরাক্রমের ফল; কারণ পবিত্র আত্মার আবেশ বা প্রভাব ছাড়া কেউ বলতে পারে না, "***খ্রীষ্ট যীশু*** আমার জীবনের প্রভু" (১করিন্থীয় ১২: ৩)। কিন্তু ভাই ***অজ্ঞান***, আমার মনে হয়, সেই বিশ্বাসের যে কি ফল, সেই বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই; তাই বলি, সচেতন হও, নিজের অবস্থাটা যে কত করুণ, তা বুঝে দেখ, আর প্রভু ***যীশুর*** শরণাপন্ন হও; তা হলে, *তাঁর* ধার্মিকতার গুণে পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

অজ্ঞান— তোমরা বড় তাড়াতাড়ি চলছ। তোমাদের সঙ্গে তাল রেখে আমি চলতে পারছি না। তোমরা বরং একটু আগে যাও, আমি পিছন পিছন আসছি।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** এই গান গাইতে গাইতে চলল —

অজ্ঞান এখনও কি তুমি পিছে পড়ে থাকবে,
সুপরামর্শ কি দু'পায়ে হেলায় দলাবে?
এখনও যদি না শোন, মোদের পরামর্শ,
শিগ্‌গির জানবে, পরিণাম কেমন বীভৎস।
নষ্ট কোরো না সময়, সচেতন হও ত্বরায়,
নইলে অশেষ ক্ষতি তোমার, জেনো নিশ্চয়।

পরে ***খ্রীষ্টিয়ান, আশাবানকে*** বলল, "চল ভাই, ***আশাবান***, আমার মনে হচ্ছে, ওকে ফেলে রেখেই তোমাকে আর আমাকে পথ চলতে হবে।"

স্বপ্নে তখন দেখলাম, তারা দ্রুত বেগে পথ চলতে লাগল, আর ***অজ্ঞান*** খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছন পিছন চলল। যেতে যেতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** সঙ্গীকে বলল, "এ লোকটার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, শেষে ওর অবস্থা খুবই সঙ্গিন হবে।" — অজ্ঞান লোকেরা নিজ কর্মগুণে পরিত্রাণ পাবার আশা করে, তাদের শেষে যে দুর্দশা ঘটবে, তা ভেবে ধার্মিক লোকেরা অন্তরে কষ্ট অনুভব করে।

আশাবান— দুঃখের কথা কি আর বলব, আমাদের গ্রামে এমন লোক অনেক আছে — পরিবারকে পরিবার, পাড়ার পর পাড়া আছে — তারা আবার ***স্বর্গদেশের*** যাত্রী! তা হলে, ভেবে দেখ, আমাদের অঞ্চলে যদি এত লোক থাকে, তবে ওর জন্মস্থানে আরও কত লোকই না আছে!

খ্রীষ্টিয়ান— ঠিক বলেছ। শাস্ত্রে তো লেখাই আছে, "এ যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করে দিয়েছে" (২করিন্থীয় ৪:৪)। আচ্ছা, এখন তো ও আমাদের কাছে নেই, বল তো, এই লোকদের বিষয়ে তোমার কী মনে হয়, পাপের বিষয়ে এদের মনে কি কখনও তীক্ষ্ণ চেতনা জন্মায় না? পাপের যে সাজা এদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা ভেবে কি ভয় লাগে না?

আশাবান— তুমি আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ, তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দাও।

খ্রীষ্টিয়ান— ঠিক আছে, আমি বলছি — হয়তো, কখনও কখনও চেতনা জন্মে, ভয়ও উপস্থিত হয়;কিন্তু যেহেতু তারা অজ্ঞান, তাই বুঝতে পারে না যে, এ চেতনা ও ভয় তাদের মঙ্গলের জন্য। সুতরাং তারা তা চেপে রাখতে চেষ্টা করে, এবং অহংকারের বশে মনকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে।

আশাবান— ঠিক বলেছ, ভয় মানুষের যথেষ্ট মঙ্গল করে। বিশেষ করে, বিশ্বাসে চলার

প্রারম্ভে ভয় মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। আমারও বিশ্বাস তা-ই।

খ্রীষ্টিয়ান— ভয় যথার্থ হলে, তা-ই হয়, এতে সন্দেহ নেই। ***ঈশ্বরের বাক্যও*** তো তা-ই বলে, “ঈশ্বর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ” (হিতো. ১:৭)।

আশাবান— বল তো প্রকৃত ভয়ের লক্ষণগুলো কি?

খ্রীষ্টিয়ান— তিনটে লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত ভয় বোঝা যায় —

১। পাপ হতে পরিত্রাণ দানকারী চেতনা থেকে এর উৎপত্তি।

২। পাপ হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য **কষ্টভোগকারী পা দু’খানি** জড়িয়ে ধরতে আত্মাকে উত্তেজিত করে তোলে।

৩। এই ভয় মানুষের আত্মাতে ***ঈশ্বর, তাঁর বাক্য*** ও ***তাঁর পথ*** সম্বন্ধে আসক্তি জন্মায়। আর সেই আসক্তি আত্মাতে থেকে যায়, আত্মাকে কোমল রাখে, ***ঈশ্বরের*** অনাদরজনক বা ***ঈশ্বরীয়*** শান্তির পক্ষে ক্ষতিকারক কিছু করে না, ***পবিত্র আত্মাকে*** দুঃখিত করে না, বিদ্বেষীদের ধর্মনিন্দা করার সুযোগ দেয় না।

আশাবান— বেশ বলেছ, তোমার কথাই ঠিক। আচ্ছা, এখনও কি আমরা ***মোহভূমি*** পেরিয়ে আসিনি?

খ্রীষ্টিয়ান— কেন, এ আলোচনা কি তোমার ভাল লাগছে না?

আশাবান— না, না, তা নয়; কোন পর্যন্ত এলাম, তা-ই জানতে চাইছি।

খ্রীষ্টিয়ান— আর ৩ কিলোমিটার মত রাস্তা পার হতে পারলে ***মোহভূমি*** ছাড়াব। কিন্তু শোন, যা বলছিলাম, — চেতনাসূচক ভয় যে মঙ্গলজনক, অজ্ঞানেরা তা জানে না, এই জন্য তারা তা চেপে রাখতে চায়।

আশাবান— কেমন করে চেপে রাখে, বল তো?

খ্রীষ্টিয়ান— প্রথমত, এই ভয় যদিও ***ঈশ্বর*** থেকে এসে থাকে, তবুও তারা মনে করে শয়তান থেকে এর উৎপত্তি; সুতরাং তা ক্ষতিকারক, তাই চেপে রাখে।

দ্বিতীয়ত, তারা মনে করে, এই ভয় তাদের বিশ্বাসের ক্ষতি সাধন করবে, তাই মনকে কঠিন করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের যথার্থ বিশ্বাসের নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।

তৃতীয়ত, অহঙ্কারের বশে তারা মনে করে, তাদের ভয় থাকা উচিত নয়, তাই মনকে কঠিন করে।

চতুর্থত, তারা মনে করে, ভয় থাকলে তাদের নিজেদের পবিত্রতা নষ্ট হবে, তাই প্রাণপণে চেপে রাখে।

আশাবান— এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। কেননা প্রকৃত অবস্থা বোঝবার আগে আমারও এই রকম বিশ্বাস ছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— আচ্ছা, তবে আমাদের প্রতিবেশী ***অজ্ঞানের*** কথা এখন থাক; অন্য কোন উপকারী

বিষয় আলোচনা করা যাক।

আশাবান— ঠিক আছে, তা-ই হোক; কিন্তু এ বারেও তোমাকে শুরু করতে হবে।

খ্রীষ্টিয়ান— আচ্ছা, বল তো, বছর দশেক আগে তোমাদের এলাকায় ***ক্ষণিক*** নামে একজন ধর্ম বিষয়ে উদ্যোগী লোক ছিল, তাকে চিনতে কি না।

আশাবান— খুব ভাল করে চিনতাম। ***সজ্জনতা*** নগর থেকে কিলোমিটার তিনেক দূরে ***অনুগ্রহহীন*** নগরে ***প্রত্যাগত*** বাবুর বাড়ির পাশে সে থাকত।

খ্রীষ্টিয়ান— ঠিক বলেছ, তারা একই বাড়িতে থাকত। এই লোকটার মনে একবার চেতনার উৎপত্তি হয়েছিল। আর আমার মনে হয়, নিজের পাপ ও পাপের ফলাফল সম্বন্ধেও তার কিছুটা জ্ঞান জন্মেছিল।

আশাবান— আমারও তা-ই মনে হয়। ওর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে ৪ কিলোমিটারের বেশি নয়, তাই প্রায়ই সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার কাছে আসত। ওকে দেখলে আমারও দুঃখ হত, এবং ওর বিষয়ে আমার মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল; কিন্তু যারা "প্রভু, প্রভু" বলে, তারা সবাই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না (মথি ৭:২১), এ লোকটা তারই প্রমাণ।

খ্রীষ্টিয়ান— আমরা যেমন স্বর্গরাজ্যের যাত্রী হয়েছি, তেমনি সে-ও যাত্রী হতে মনস্থ করেছে বলে আমাকে একবার বলেছিল। এর মধ্যে ***আত্মরক্ষক*** নামে একজনের সঙ্গে হঠাৎ তার আলাপ হয়, সেই থেকে সে আমার কাছে আসা বন্ধ করে দেয়।

আশাবান— ***ক্ষণিকের*** বিষয় যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন সে বা তার মত লোকেরা হঠাৎ কেন ফিরে যায়, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাল কথা; এতে নিশ্চয় উপকার হবে, তুমিই শুরু কর।

আশাবান— আমার মতে এদের ফিরে যাবার চারটে কারণ আছে —

১) এদের বিবেক চেতনা লাভ করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনের কোন পরিবর্তন ঘটে না; অপরাধ বিষয়ে তাই ভয় আস্তে আস্তে কমে গেলে, ধর্মকর্ম বিষয়ে উদ্যোগও কমে যায়; সুতরাং আবার যে-কে সেই হয়ে যায়। তাদের অবস্থা কুকুরের মত; বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে বমি করতে শুরু করে, যতক্ষণ না সুস্থ হয়, ততক্ষণ বমি করে পেট খালি করে ফেলে। সে যে ইচ্ছে করে বমি করে, তা নয়, কিন্তু পেটে যন্ত্রণা হয় বলেই বমি করতে বাধ্য হয়। আবার সুস্থ হয়ে উঠলে সেই বমিই চেটে চেটে খায়, কেননা বমির প্রতি তার লালসা থাকে। এদের বিষয়ে শাস্ত্র যেমন বলে, "কুকুর ফিরে যায় নিজের বমির দিকে" (২পিতর ২:২২) তেমনই এরা ফিরে যায়। প্রকৃত ঘটনা হল, এই লোকেরা যে ***স্বর্গে*** যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তা কেবল তাদের নরক যন্ত্রণার ভয়ে; আস্তে আস্তে সে ভয় কমে গেলে ***স্বর্গে*** যাবার ও পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্ক্ষাও কমে

যায়। আবার যে-কে সেই হয়ে পড়ে।

২) আর একটা কারণ হল, তাদের মনে একটা দারুণ ভয় বাসা বেঁধে থাকে, যার ফলে তারা সন্ত্রস্ত থাকে, সে ভয় হল লোকভয় অর্থাৎ পাছে লোকে কিছু বলে। শাস্ত্র বলে, "লোক ভয় ফাঁদজনক" (হিতো. ২৯:২৫)। এই জন্য যতদিন নরক ভয়ের আগুন অন্তরে জ্বলতে থাকে, ততদিন তাদের ***স্বর্গের*** আকাঙক্ষী বলে মনে হয়, কিন্তু ভয় একটু কমে গেলেই তারা ভাবে, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চলা ভাল;অজানা-অদেখা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিশ্চিত বিপদ ডেকে আনা ঠিক নয়; তাই আবার জগতের আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়।

৩) তৃতীয় কারণ হল, ধর্ম ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে লজ্জা এরা অহঙ্কারী ও উগ্র, এদের বিচারে ধর্ম অতি হেয় ও তুচ্ছ বিষয়; সুতরাং নরক এবং আসন্ন দণ্ড বিষয়ক চেতনা লোপ পেলে, তারা আবার পুরনো স্বভাবের বশবর্তী হয়ে চলতে থাকে।

৪) চতুর্থ কারণ হল, নিজেদের অপরাধ ও তার জন্য শাস্তি পাবার ভয় বিষয়ক চিন্তা তাদের পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক; তাই দণ্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে সেই চিন্তাকে মনে স্থান দিতে চায় না। হয়তো, একটু তলিয়ে চিন্তা করে দেখলে, ধার্মিকদের মত পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারত;কিন্তু যেহেতু তারা অপরাধ ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতির চিন্তা মনে ঠাঁই দিতে চায় না, তাই সেই কষ্টদায়ী চিন্তা বা চেতনা মন থেকে চলে গেলে, তারা মন শক্ত করে এমন কাজ করতে থাকে, যাতে মন আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি ঠিক ধরেছ। কারণ এ সবের মূলে আছে মনের ও ইচ্ছের পরিবর্তনের অভাব! এ জন্য ওদের হাকিমের সামনে দাঁড়ানো দোষী ব্যক্তির মত বলা যায়, যে থরথর করে কাঁপতে থাকে, দেখে মনে হয়, যেন সে যার-পর-নাই অনুতপ্ত;কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অনুতপ্ত নয়। তার কৃত অপরাধের প্রতি মোটেই ঘৃণা জন্মেনি, বা তার মনের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, ছাড়া পেলে আবার গিয়ে একই অপরাধে লিপ্ত হবে; কেবল ফাঁসিকাঠে চড়ার ভয়েতে কাঁপতে থাকে।

আশাবান— ওদের ফিরে যাবার কারণ তো আমি বললাম;এ বার কেমন করে ফিরে যায়, তা তুমি বল।

খ্রীষ্টিয়ান— ঠিক আছে, তা হলে শোন —

প্রথমত, তারা ***ঈশ্বর***, মৃত্যু, আসন্ন বিচার বিষয়ক চিন্তা মন থেকে যতটা পারে দূর করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, গুপ্ত প্রার্থনা, ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখা, জাগ্রত থাকা, পাপের জন্য অনুতাপ, এ সব আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়।

তৃতীয়ত, এ সব ছেড়ে দেবার পর তারা যথার্থ অনুরাগী ও উদ্যোগী বিশ্বাসীদের সঙ্গও ত্যাগ করে।

চতুর্থত, তার পর তারা উপাসনায় যোগদান করা, সাধু-সজ্জনদের লেখা বই পড়া, ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা এড়িয়ে যেতে থাকে।

পঞ্চ মত, তারা শয়তানের মত ধার্মিক লোকদের ত্রূটি-বিচ্যুতি খুঁজতে শুরু করে, যেন তাদের ভুলের অজুহাতে নিজেরা ধর্মে জলাঞ্জলি দিতে পারে।

ষষ্ঠত, তারা ইন্দ্রিয়-সুখপিপাসু, কু-আচরণকারী, লম্পট লোকদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে।

সপ্তমত, তারা গোপনে যৌনসুখ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে। যদি কোন ভাল মানুষের মধ্যে তার কিঞ্চি ৎ আভাস পায়, তাতে তারা খুব খুশি হয়, যেন সেই অজুহাতে নিজেরা আরও গর্হিত কাজে সাহস পায়।

অষ্টমত, তার পরে তারা লঘু পাপের সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে।

নবমত, এর পর তারা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে নিজেরাই তার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। এইভাবে দুঃখ-সাগরে আবার মগ্ন হলে, যদি ***ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ*** আশ্চর্যভাবে তাদের রক্ষা না করেন, তা হলে নিজ নিজ অন্ধ ত্বের জন্য তারা চিরতরে বিনাশ-সাগরে ডুবে মরে।